শারিয়াবাজ !

(আল্লার আইন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতির পাশাপাশি আমাদের বিকল্প পথ রয়েছে - জামাতের কেন্দ্রীয় সদস্য)।

শারিয়াবাজের বোমা-খুনের জন্য আ.লীগ আর বি-এন-পি-জামাত পরস্পরকে দায়ী করছে। অন্য দলের সদস্যরা, তরকাপন্থীরা, জাকের-ইনকিলাবি-আমিনীরা (ইত্যাদি) ও দেশের বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদেরা শারিয়াবাজীর সাথে জামাত-শিবিরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দাবী করেছেন। কেউ কেউ এর ভেতরে ভারতের কিংবা উগ্র-বামপন্থীদের ষড়যন্ত্র দাবী করেছেন, ওদিকে আবার গ্রেপ্তারকৃত বেশ কিছু জামাত-শিবির কর্মীরা পাকিস্তানী-আরবি-সুদানীর সাথে মদীনা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কাতার-আফগানিস্থানের ''ব্রাদার''-দের যোগ-সাজস থাকার কথা স্বীকার করেছে - http://www.thedailystar.net/2005/11/22/d5112201033.htm জামাতও তারস্বরে চীৎকার করে চলেছে এ অনৈসলামিক সন্ত্রাস তারা সমর্থনও করে না, এর সাথে তারা জড়িতও নয়। সংবাদপত্র, রেডিয়ো-টিভি ও মসজিদে ইমাম-মওলানা-চিন্তাবিদের দল ক্রমাগত বলে চলেছেন শারিয়াবাজের এ বোমাবাজী ইসলাম-বিরোধী।

সমস্যাটার পুরো চরিত্র এখনও স্পষ্ট না হলেও নিদান-বিধানের কিছু প্রস্তাব এসেছে পত্র-পত্রিকায়, যেমন - (১) সরকার থেকে জামাতকে বের করে দিলে এ ল্যাঠা অনেকটাই চুকে যাবে। (২) কিছুদিনের জন্য গণতন্ত্রটা তাকের ওপর তুলে রেখে সামরিক বাহিনী ব্যবহার করা হোক। (৩) সরকার কঠোর আইন বানিয়ে চন্ডমূর্তি ধরে প্রচন্ড হস্তে সন্ত্রাস-দমন করুক। (৪) সরকার বাইরে থেকে এ সন্ত্রাসের দর্শন, নেতৃত্ব ও অর্থ-প্লাবন বন্ধ করুক। (৫) ঠ্যালার নাম বাবাজী, - দাতা দেশগুলো ইতিমধ্যেই চাপ দিতে শুরু করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রচন্ড চাপ এসেছে সম্প্রতি, অ্যামেরিকার চাপ এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে - ইত্যাদি।

সরকারের অবস্থা ল্যাজে-গোবরে ত্রিশংকু হলেও সরকার থেকে জামাত বের করে দেবার সম্ভাবনা নেই। গত পরশু দিনাজপুর ও সাতকানিয়ায় দু'টো নির্বাচনে জামাতকে হাড়ভাঙ্গা আছাড় মেরেছে জনতা, পরের নির্বাচনগুলোতে জামাতের ভরাডুবি হলেও আমাদের উৎসাহিত হবার কিছু নেই। এ ঘুঘু বড়ই ঘড়েল, এ রকম দু'একটা উল্টো বাতাস হজম করার ক্ষমতা যথেষ্টই রাখে সে।

সামরিক বাহিনী হল সমস্যা সমাধানের নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ, এর আপাতঃ আকর্ষণ দিয়ে আজ এক সের সমস্যা সমাধান করলে আগামীকাল গজিয়ে উঠবে দুই সের ওজনের আরো কঠিন সমস্যা, প্রাকৃতিক নিয়মেই। তাই দরিয়া যত টালমাটালই হোক এই টালমাটাল তুফানের ভেতর দিয়েই আমাদের বাইতে হবে গণতন্ত্রের সাম্পান, না হলে পাকিস্তানের অবস্থা হবে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সংসদে হৈ-হট্টগোল-চেয়ার মারামারিতে স্পীকার শাহেদ আলী আহত হয়ে ক'দিন পরে মারা যান (তিনি ডায়াবেটিক ছিলেন - রক্তপাত বন্ধ করা যায়নি)। সেই বাহানায় ২৭শে অক্টোবর আয়ুব খান সেই যে পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল সামরিক শাসন, সেই থেকে আজ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জাতটার জীবনই মোটামুটি গেল সামরিক বুটের জুতোয় পিষে পিষে। অথচ তখন পাকিস্তানে গণতন্ত্রটা টাল খেতে খেতে ততদিনে প্রায় সামলে উঠেছিল, মাত্র চারটে মাস পরে ১৯৫৯ সালে ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবার সমস্ত আয়োজন তৈরী ছিল। কাজেই ওই গাড্ডায় পড়তে আমরা মোটেই রাজী নই। পাকিস্তানের শারিয়া-ব্যাধির মারাত্মক পরিণামও আমরা দেখেছি, ওই অনৈসলামিক কালব্যাধিও আমরা চাই না।

নিরুপায় খালেদা জিয়ার রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরার চেষ্টায় মাঝে মাঝে তারসপ্তকে বামাকণ্ঠের কিছু হুংকার শোনা যাচ্ছে। আমরা আন্তরিকভাবেই চাই এ চেষ্টা তাঁর সফল হোক এবং জলদি হোক। কিন্তু জামাতের মারাত্মক জালে আটকে গেছেন তিনি, সাঙ্গপাঙ্গ-র অনেকেরই এখন দেহ বি-এন-পি'র কিন্তু দেহি-পদপল্লবম্ জামাতের। ওইসব ভুতুড়ে সর্ষে দিয়ে তিনি ভুত তাড়াতে পারবেন না। দেশের আনাচ-কানাচ শহর-বন্দর-গ্রামে পুলিশ-গোয়েন্দাদের দল যদি কোন কর্তৃপক্ষের গোপন রক্তচক্ষুর প্রভাবে সন্ত্রাসী ধরতে ''ব্যর্থ'' হয়, কিংবা দুর্বল মামলা তৈরী করে কিংবা

উদ্ধার করা সন্ত্রাসী-দলিল হঠাৎ ‘‘হারিয়ে’’ ফেলে তবে সংসদে বসে খালেদা জিয়ার কিচ্ছুটি করার নেই শুধু ফ্যালফ্যাল করে দেখে যাওয়া ছাড়া। তবে হ্যাঁ, বাইরের অর্থ বা নেতৃত্বে তিনি কিছুটা হলেও বাধা দিতে পারবেন। কিন্তু সেটুকু যথেষ্ট হবে কিনা, সে বাধা অতিক্রম করার মত যথেষ্ট সম্পদ সন্ত্রাসীদের আছে কি না তা বলা কঠিন।

দাতা দেশগুলো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রচন্ড চাপ এসেছে সম্প্রতি। কিন্তু শারিয়া সর্বভুতেষু জামাতরূপেন সংস্থিত বলে কিছু হচ্ছে না। অ্যামেরিকার চাপ এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে কিনা সেটা তো পরের কথা, সে চাপটা আসবে এ আশাও ঘোর দুরাশা। তালিবান থেকে শুরু করে পাকি-বাংলা জামাতকে প্রচুর টাকা ও ‘‘গণতান্ত্রিক দল’’ সার্টিফিকেট দেবার অপকর্ম করে অ্যামেরিকা নিজেই জামাত-পালন করে এসেছে। এ অবস্থান থেকে সে সরেনি। বাংলাদেশের সর্বনাশে তার মাথাব্যথার কোনই কারণ নেই কারণ বাংলাদেশ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশ নয় তা ছাড়া তার নিজেরই লেজের ডগায় এখন ইরাকের তারাবাত্তি জ্বলছে। দ্বিতিয়তঃ শারিয়াকে যারা আল্লার আইন মনে করে আত্মঘাত ও নিরপরাধ-খুনের পর্যায়ে চলে গেছে তারা অ্যামেরিকার বা কোন চাপেই নত হবে না।

এক তরিকাপন্থী দল ছাড়া জামাত-আমিনী-ওবায়দুল হক-মুহিউদ্দীন খান-জাকের পার্টি-চরমোনাই-শর্ষিণা ইত্যাদি দেশের যত ইসলামি সংগঠন আছে প্রত্যেকেই প্রত্যেকদিন এ বোমাবাজীর বিরুদ্ধে চীৎকার করছেন। অর্থাৎ, তাঁরা সন্ত্রাস চান না কিন্তু শারিয়া প্রতিষ্ঠা চান।

দুনিয়ার প্রতিটি ক্রিমিন্যাল মিষ্টি কথা বলে, - বুশ-ব্লেয়ার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বলার চেয়ে কে কি করে সেটাই বেশী গুরুত্বপুর্ণ। যার ছত্রে ছত্রে বিধিবিধানের শীতল সন্ত্রাস, লক্ষ কোটী নারীর অশ্রু আর সম্মান যাকে নিরন্তর অভিশাপ দেয় সেই শারিয়া কিংবা তার প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কি করে সন্ত্রাসবিহীন হতে পারে? জামাত একাত্তরে যে মহাপাপ করেছে তা তাৎক্ষণিক কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এখন নিরীহ মানুষের ওপর যে বোমাবাজী-খুনের মহোৎসব চলছে তা-ও কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সবই ওই শারিয়ার উস্কানী তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে?

(প্রতিটি আইনের ফটোকপি ফ্যাক্সে প্রাপ্তব্য)- হিলা বিয়ে সন্ত্রাস নয়? গ্রাম-গঞ্জে শত নিরপরাধ নুরজাহান-ফিরোজাদের জীবন জাতির চোখের সামনে শারিয়ার আঘাতে ধ্বংস করা হয় সেটা সন্ত্রাস নয়? এইসব ক্রিমিন্যাল ও ফতোয়াবাজীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বিচারকদের ওপর মুরতাদ ঘোষণা সন্ত্রাস নয়? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যাপকদের ওপর মুরতাদ ঘোষণা করা সন্ত্রাস নয়? যুদ্ধবন্দিনীদের ‘‘বিবাহ বাতিল হইবে’’- এ আইনের পেছনে যে কামুক মতলব কাজ করছে সেটা সন্ত্রাস নয়? হুদুদ মামলায় শারিয়া আইনে নারীর বিচারক হওয়া চলবেনা সেটা সন্ত্রাস নয়? হুদুদ মামলায় নারীর সাক্ষ্য বাতিল বা পুরুষের অর্ধেক সেটা সন্ত্রাস নয়? স্বামী তাৎক্ষণিক তালাক দিতে পারবেন সেটা সন্ত্রাস নয়? স্ত্রীকে কোর্টে ছুটতে হবে (খুল্ আইন) পয়সা দিয়ে তালাকে স্বামীর সম্মতি কিনতে সেটা সন্ত্রাস নয়? এ আইনগুলো সুরা বাকারা আয়াত ২২৮, ২২৯, সুরা ত্বালাক আয়াত ১, ২, সুরা নিসা আয়াত ১৯-এর খেলাফ নয়? (নীচে দেখুন)। শারিয়া-রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকের নাগরিক অধিকার, সাক্ষ্য ইত্যাদি মুসলমানের সমান নয় সেটা সন্ত্রাস নয়? আদালতের বাইরে মুরতাদকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে খুন করলে তার হুদুদ শাস্তি হবে না সেটা সন্ত্রাস নয়? রাষ্ট্র-প্রধান খুন, চুরি বা অন্য হুদুদ অপরাধ করলে শারিয়া আইন মোতাবেক তাকে হুদুদ শাস্তি দেয়া যাবেনা, সেটা সন্ত্রাস নয়? দিয়াত-এর টাকা পুত্র দাবী করতে পারবেন কিন্তু কন্যা পারবেন না, সেটা সন্ত্রাস নয়? ইরাণের কোর্টে স্ত্রী চোখের জলে জজকে অনুরোধ করেন তার স্বামীকে আদেশ দিতে যাতে সে স্ত্রীকে প্রতিদিন না মেরে সপ্তাহে একদিন মারে সেটা সন্ত্রাস নয়? ইউরোপে স্ত্রী তালাক হয়ে যান এক সেকেন্ডে সেটা সন্ত্রাস নয়? ক্যানাডায় গরীব স্ত্রীর কাছে স্বামী এক লক্ষ ডলার চান তালাক সম্মত হবার জন্য সেটা সন্ত্রাস নয়? আফগানিস্থানে শারিয়া-পুলিশ রাস্তায় নারীকে ডান্ডা দিয়ে পেটায় সেটা সন্ত্রাস নয়? পাকিস্তানের শারিয়া-প্রদেশে মেয়েরা পুরুষ টেকনিশিয়ানের কাছে ই-সি-জি আর আলট্রাসাউন্ড করতে পারেনা অথচ সারা প্রদেশে দু’টো মিলিয়ে মহিলা টেকনিশিয়ান আছে মাত্র একজন সেটা সন্ত্রাস নয়?

ওখানে মেয়েরা টিভি-রেডিয়োতে গান গাইতে পারেনা সেটা সন্ত্রাস নয়? শত রকম কূট ব্যাখ্যা দিয়ে কোরাণের মর্মবাণী (বাকারা ১৮৭ - ''তোমরা পরস্পরের পরিচ্ছদ'')- কে লংঘন করে সেই বিশেষ জায়গার সেই বিশেষ সমাজের সেই বিশেষ তাৎক্ষণিক বিধানগুলোকে কেয়ামত পর্য্যন্ত সব জায়গার সব মুসলিম সমাজের ওপর চিরকালীন করা হয়েছে, সেগুলোর প্রতিষ্ঠাকে ইসলামের অঙ্গ করা হয়েছে সেটা সন্ত্রাস নয়?

হাজারো হৃদয়বিদারক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। শারিয়া নিঃসন্দেহে সন্ত্রাস নির্ভর, যাঁরা শারিয়া প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁরাও এই বোমাবাজদের সমান ক্রিমিন্যাল সন্ত্রাসী। তাঁদের কোন অধিকার নেই এই নরহত্যা-বোমাবাজীর বিরুদ্ধে কথা বলে জাতিকে বিভ্রান্ত করার, পিরিয়ড। ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের এ সুফি-দরবেশদের মাদুরে শারিয়ার এক ইঞ্চি জায়গা কেয়ামত পর্য্যন্ত হতে দেয়া হবে না। ইসলামের নামে এ অপদর্শন প্রবঞ্চিত করছে শুধু বাংলাদেশীদের নয়, সমস্ত বিশ্ব-মুসলিমকে বারবার এবং বারবার -ফলে ইসলাম হয়ে উঠছে বিশ্ব-মানবের ওপরে মারাত্মক হুমকি। **''Sharia ignores the cultural variation of Quranic verses" - Dr. Abdulaziz Sachedina. "Sharia lost touch with reality.....Usul Al Fiqh is no longer capable of serving the goals for which it was originally designed..." Dr. Hashim Kamali. "Sharia cannot co-exist with internationally accepted norm of human rights....." Dr. Abdulla An Naim. "Sharia was bound to be corrupt because it was created of a corrupt element called Hadith"- Dr. Taj Hashmi.**

জিততে ওরা কোনদিনই পারবে না ঠিকই - কিন্তু ওদের এ উন্মাদনায় জাতির বহু ক্ষতি হবে। তাই জাতির সামনে শারিয়া আইনগুলো তুলে ধরার দরকার আছে। শারিয়ার অধীনে অতিত-বর্তমানেব দেশে দেশে অমুসলিমের ও মাতৃজাতির কি সর্বনাশ হয়েছে তার শত শত হৃদয়বিদারক উদাহরণ আছে, সেগুলো তুলে ধরার দরকার আছে। শারিয়ার কোন্ কোন্ আইন কোরাণের কোন্ কোন্ আয়াতকে লংঘন করে তা-ও তুলে ধরার দরকার আছে। জাতির সামনে এ নিয়ে প্রকাশ্যে শারিয়া-সমর্থক ও শারিয়া-বিরোধীদের বিস্তারিত আলোচনার দরকার আছে।

খুনী শারিয়াবাজদের না হয় বাদই দিলাম কিন্তু যারা শারিয়ার ''শান্তিপুর্ণ প্রতিষ্ঠা'' চান, সেই শারিয়াবাজেরা কি রাজী হবেন জাতির সামনে এ আলোচনায় বসতে?

****

- সুরা ত্বালাক আয়াত ১ ও ২, বাকারা ২২৮-২২৯ ঃ- ''তোমরা যখন স্ত্রী-দিগকে তালাক দিতে চাও তখন ইদ্দত গণনা করিও। অতঃপর তাহারা যখন ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাহাদিগকে উপযুক্ত পন্থায় ছাড়িয়া দিবে বা রাখিয়া দিবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী রাখিবে .....তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখিবে তিন হায়েজ পর্য্যন্ত''।
- Nisa 19 :- **'Allah says, "O people who believe! It is not lawful for you to inherit, or take possession of, women against their will, and do not straighten them in order that you may take part of what you have given them……..".** একমাত্র স্বামী ছাড়া আর কারো বেলায় ''মালিকানা''-র **(inherit - take possession of)** প্রযোজ্য নয় কারণ এমনকি বাপ-ভাইও জন্মগত ভাবেই হয়, কারো মতে বা অমতে হয়না। আয়াতটা দাস-দাসী নিয়েও নয় কারণ মালিকের ব্যাপারে দাস-দাসীদের কোন মতামত থাকতে পারে না । তা ছাড়া ''যা দেয়া হয়েছে তা থেকে ফেরৎ নেয়া''-র প্রশ্ন আসে দেন-মোহরের বেলাতেই, ঠিক পরেই আছে ''নারীর সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর'' - অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে এবং পরের আয়াতেই আবার স্ত্রী-তালাকের ব্যাপারে নির্দেশ আছে।

স্ত্রীকে তার অমতে আটকে রেখোনা (কোন কোন অনুবাদে আছে ''বলপুর্বক'', - অর্থ একই দাঁড়ায়) কথাটার একমাত্র অর্থ হল স্ত্রীরও তালাক দেবার সম্পুর্ণ ক্ষমতা আছে কোরাণ মোতাবেক। কাজেই শারিয়ার খুল্ আইন ন্যায় ও কোরাণ-বিরোধী।
****

সবাইকে সালাম।
ফতেমোল্লা
০৭ ডিসেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)